

KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY - O-GABESHANA KENDRA  
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. KIMLGK 2007	Place of Publication <i>কলকাতা, অগবেশনা কেন্দ্র</i>
Collection : KIMLGK	Publisher <i>অগবেশনা ম্যাগাজিন</i>
Title <i>জমি</i>	Size 5"x8.5" 12.70x21.59 c.m.
Vol. & Number <i>১/৪</i>	Year of Publication <i>জুলাই, ১৯০০</i>
	Condition : Brittle <input checked="" type="checkbox"/> Good
Editor <i>অগবেশনা ম্যাগাজিন</i>	Remarks :

C.D. Roll No. KIMLGK
----------------------

## ২ বাসনা।

## মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম।

শ্রীযুক্ত কেমারনাথ সুখোপাধ্যায় বি. এ.; শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ঘোষ এম. এ.; শ্রীযুক্ত রেনেসেনাথ পাকরাণী; শ্রীযুক্ত ভানুনাথ সুখোপাধ্যায় বি. এ.; ড. পণ্ডিত অম্বোচনাথ সুখোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত অনন্ত নারায়ণ শীল; শ্রীযুক্ত বাতালানা চট্টোপাধ্যায় ও সম্পাদক।

## সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১। সংসার ও সাধনা	২৭	৫। অনন্ত-পন্থিক	১১৮
২। প্রভাত-চন্দ্র	১০৬	৬। পাপলিনা	১২২
৩। বশরত-বিলাপ	১০৭	৭। বিধাক-প্রতিমা	১২৫
৪। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট	১১২	৮। সংক্ষিপ্ত সমালোচনা	১২৭

চুঁচড়া "বাসনা" কার্যালয় হইতে প্রকাশিত।

১৩০১।



## নিয়মাবলী।

- ১। এই পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য চুঁচুড়া, হুগলি ও চন্দ্রনগরে ১ টাকা মাত্র। মক্কেলে অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৮/০ আনা দ্বারা হইল।
  - ২। অগ্রিম মূল্য না পাইলে “বাসনা” পাঠান হয় না।
  - ৩। “বাসনা” প্রতি মাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হইবে। যদি কেহ কোনও মাসের পত্রিকা না পান, সেই মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমানিগকে জানাইবেন। তাহার পর আর আমরা দায়ী থাকিব না।
  - ৪। লেখকদিগের মতামতের জন্য “সম্পাদক” দায়ী নহেন।
  - ৫। “বাসনা” বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে, প্রতি পংক্তি ৮/০ আনা হিসাবে দিতে হইবে। দীর্ঘ কালের জন্য পত্র বন্দোবস্ত আছে।
  - ৬। প্রবন্ধ ও সমালোচনার জন্য পুস্তকাদি নিয়মিত ঠিকানায় “বাসনা” সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।
  - ৭। “বাসনা” সংক্রান্ত মূল্য ও পত্রাদি আমাদের নিকট পাঠাইবেন।
  - ৮। প্রেরিত প্রবন্ধের পাঠ্যলিপি ফেরত দিতে আমরা বাধ্য নহি।
- কার্যাব্যাহক—শ্রীজানকীনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ।  
চুঁচুড়া শীলবাবুর গলি।

## প্রাপ্তি স্বীকার।

পূর্ণিমা (আরাধ)  
দারোগার মণ্ডর (বাঃ প্রহরকার)  
চুঁচুড়া বার্তাবাহ।  
ভূপ্তি (কৈাঠ)  
চিকিৎসা তত্ত্ববিজ্ঞান এবং সমীরণ (৮ম, ৯ম ও ১০ম সংখ্যা)  
চন্দ্রনাথ।  
এডুকেশন গেজেট।  
সংসদ (বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ)  
জ্যোতিঃ (জ্যৈষ্ঠ)

## বাসনা।

### মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১ম খণ্ড] মন ১৩০১ সাল, প্রাবণ। [৪র্থ সংখ্যা]

### সংসার ও সাধনা।

জীব মাত্রেরই সুখের জন্য আনামিত। জীব নিজা বাস সুখের জন্য, আগ্রহ করে সুখের জন্য, আহাশের প্রবৃত্ত হয় সুখের জন্য এবং আহাশ হইতে নিবৃত্তও হয় সুখের জন্য; এই সুখ অন্বেষণে জীব ধরাতলে ভ্রাম্যমান। এই সুখকে আশ্রয় করিয়া স্বরশে আনিবার জন্য বুদ্ধিমান মনুষ্য কতট না আয়োজন করিতেছেন, ইহারই জন্য মনুষ্য গৃহী এবং ইহারই জন্য তিনি বনচাৰী; মনুষ্য ইন্দ্রিয় সেবা করেন সুখের জন্য এবং ইহা হইতে পরাশ্রয় হন সুখের প্রত্যাশায়, মনুষ্য সুখের জন্য দাস এবং সুখের জন্য প্রভু; মনুষ্য বাচিতে চাহেন সুখের জন্য এবং মৃত্যুকালও আশ্রয়ন করিতে উদ্যত হন সুখের আশায়। এই সুখ ভাঙ্গার জীবনের সর্বস্ব। পুলিন্দার আরাণ, বুদ্ধ বানত, কাট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি বাবতীয় জীব সকল ‘হা সুখ’ ‘হা সুখ’ করিয়া ধরাতলে ছুটীছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, তথাপি চিরসুখ তাহারও আশ্রয়ধাম হয় না, চিরবসন্ত মরুভূমির কুজাণি পরিদৃষ্ট হয় না।

জীব বড়ই চঞ্চল, জীবের মন বড়ই চঞ্চলময়ী। যেমন প্রথম বায়ু প্রবাহিত হইলে সমুদ্রবক্ষে উদ্ভীমালংগ পৃষ্টি হয়, সেইরূপ বায়ুহিল্লোলে জীবের মনে একটার পর একটা ইচ্ছার তরঙ্গ উথিত হইয়া চিত্তকে উদ্বেলিত করিয়া তুলে। প্রাণের স্থিরতা ব্যতীত ইহার হস্ত হইতে নিষ্কৃত লাভের আর উপায় নাই। সায় প্রবাস স্থির না হইলে প্রাণ

হির হয না, প্রাণ হির না হইলে মনও হির হয না এবং মন হির না হইলে বাসনারও বিরাম হয না এবং বাসনার বিরাম ব্যতীত স্বাভাবিক শান্তির প্রাপ্তি না। মন ব্যাধি প্রকৃতিগত চাক্ষুষ নিবন্ধন কোন একটা বস্তুতে হির থাকিতে পারে না, ক্রমাগতই বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে প্রবাহিত হয়, কাজেই ক্রমগামী শূন্যতা অপ্রাপ্য। জ্ঞান বিষয় সকল তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলেও কোনটাকেই স্থায়রূপে উপভোগ করিবার সে অবসর প্রাপ্ত হয় না। মন বশীভূত না হইলে স্ব স্ব কাজে হয় না। “রাজা করে রাজা বশ, যোদ্ধা করে রণ জহ। আপনা মনকে বশ করে যো, সবকো সেয়া ওই।” তুলসীদাস ইহাই গাহিয়াছেন। এই দুর্দ্দমনীয় মনকে কৌশলে স্ববশে আনয়ন করিতে হইবে। পীরশ্রম, অধ্যবসায় ও প্রয়াস দ্বারা জগতে না হয় কি? আকাশের বিদ্যুৎ দ্বারা বৃষ্টিমান মনুষ্য নিজেই অসংখ্য কার্য সম্পাদন করিয়া গঠিত হইতেছে, বাতাসের স্বল্প চাপিয়া দেশ বিদেশ পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন, বজ্র হস্তিকে ঘরপালা, পক্ষীদিগকে পক্ষ্যবাহক ও হিংস্র বাঘদিগকে তাঁহাদের জোড়ার গাম্ভীর্য হইয়াছে, সেই মনুষ্য কি চেষ্টা দ্বারা নিজেই মনকে স্ববশে রাখিতে সমর্থ হন না? অশান্ত মনকে শান্ত করিয়া স্ববশে আনয়ন করিবার যে উদ্যম তাহারই নাম “সাধনা”। সাধনার দ্বারা আমার মন আমার হয় এবং সাধনা না করিলে আমার মন ইন্দ্রিয়ের হয় এবং ইন্দ্রিয়শক্ত মন দ্বারা সুখলাভের প্রত্যাশা ব্যতীকই বাহুল্য।

এই মন বিনিস্টি কি? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১০ম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন “ইন্দ্রিয়ানাং মনশ্চক্ষি।” অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে আমিই মন। মন একাংশ ইন্দ্রিয় নামে প্রসিদ্ধ। মন জানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় উভয়েরই অন্তর্গত। মন যখন যায়, তখন তার। মন সাক্ষী ভূমিকায় অংশ হইলেও চাক্ষুষ নিবন্ধন ইন্দ্রিয়গণের পদানত বলিয়া সর্বদা মগ্ন ভাবে অবস্থান করিতেছে। এই মন যখন চক্ষু ও মলিন, তখনই জীবও যিরণ অধীন ও যখনই হির ও বজ্র তখনই শিব ও স্বাধীন। চিন্তনশীল মন কৌশল দ্বারা নিরুদ্ধ করিতে পারিলে মন তখন স্তব্ধ বহুলায় বহুলায় অবস্থান করেন। ইহারই নাম আত্ম।

এই চক্ষু মনকে হির আত্মার পরিণত করিতে হইলে সাধনার প্রয়োজন এবং এইরূপ সাধনার অপর নাম “ভগবৎ সাধনা”। শিব ও কৃষ্ণ, শ্যাম ও বামিনী, কপিল ও পাতঞ্জল, কবির ও নানক, গোরাক্ষনাথ ও ঘেরাজ, দ্বাই ও বাকি, রামপ্রসাদ ও রামকৃষ্ণ নানা ভাবে ও নানা কৌশলে ইহারই উপদেশ বহু জীবের মঙ্গলার্থ জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইহার প্রত্যেক অতি বিবল ও উপদেষ্টাও অতি মূর্খই।

সংসারে থাকিয়া সাধনা হয় না অতীত ইহাই মনোবৃত্তির অস্তিত্ব; “সাধনার স্থান বন, সাধার নগর।” সাধারে হির অনেক; জী পুত্র ও ধন সম্পত্তি সাধনার অন্তর্ভুক্ত। কপা ও পির মূলে সত্য নাই; দুর্লভ মনকে সবল করিবার নামই যদি সাধনা হয়, তাহা হইলে এই দুর্লভ মন সমস্তিগারের ঘেথানে বাইবে সেইখানেই সংসারের সৃষ্টি করিয়া বসিবে। ঘেথানে বাসনা সেইখানেই সংসার। বনে ও সাধারে যদি মন বাসনার সৈবক হয় এবং সংসার ও বনে যদি মন বাসনা মুক্ত হইয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে জী বা সম্পত্তি কখন বন্ধের কারণ হইতে পারে না, পরন্তু জীবের আশঙ্কিই বন্ধের কারণ। যদি স্ববর্ণে আশঙ্কি না থাকে তাহা হইলে স্ববর্ণ ও গোষ্ঠে দুইই এক এবং আশঙ্কি থাকিলে ইষ্টকথও স্ববর্ণগণেরা প্রায়তনরূপে প্রতীয়মান হয়। নিস্ত্রিত বা ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে স্ববর্ণ ঘোরিত করিতে পারে না কেন? শালক যুগতীর জোড়ে অবস্থান করিয়াও ঘোর প্রাপ্ত হয় না কেন? যে স্ববর্ণকে আশঙ্কির চক্ষে দর্শন করে, যুগতীরে অস্থায়ী ভাবে দর্শন করে ও বাহার মন বাসনা ও আশার হিম্মানে হুলিতে থাকে সেই বিভ্রান্ত হয়। তাহা হইলেই বলা যাইতেছে যে কামিনী বা কাম্যনের কোন দোষ নাই—দোষ আমাদের মনের আশঙ্কির। এই আশঙ্কির দ্বারা অতিক্রম করিতে পারিলে স্ববর্ণকে স্ববর্ণ ও যুগতীরে যুগতীরে বলিয়া ভ্রম হইবে না। সাধনা দ্বারা আশঙ্কিকে অতিক্রম করা যায়। সাধনা ব্যতীত বনেও নিস্তার নাই; বনে জীবদর্শন হুলভ নহে সত্য, কিন্তু চিন্তনগণে যে জীবদর্শন অন্ধিত আছে, তাহা অগ্রগামী সাধক যখন চক্ষু মুক্ত করিয়া মনো-মধ্যে দেখিতে পাইবেন তখন তাহার কি উপায় করিবেন? কামিনী



কাকনের সংসার মনে বর্তমান থাকিলে সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিলেও মনের নিস্তার নাই। কামিনী বহুদূরে অস্থান করিলেও নিস্তারহার তাহাকে কানোখড় হইয়া আলিঙ্গন করি কেন? মদন যখন পক্ষ পর যোজনা করিয়া ও রক্তির সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইয়া ক্রুটিভ্রমে বহু জীবের প্রতি মুহূর্ত্ত দৃষ্টিপাত করে, তখন ধরাতলে এমন কে আছে যিনি স্পর্ধায় সহিত বলিতে পারেন “মহনের পক্ষবাণ আমি গ্রাহ্যের ভিত্তর আনি না”? অস্ত্রে পরে কা কথা, অংগ পার্কীনাথকেও এক সময় এই শর বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। দূরত্বত নির্ভীক জয় উগ্র শাখক মহাপরাক্রমশালী ক্রিয় পুঙ্খ বিশাখিত নিবিড় অরণ্যে উর্ধ্বশীর কুহকে জ্বিয়া আত্মগার হইয়াছিলেন। ইতিহাস ও পুরাণাদি শাস্ত্রে দেখিতে পাই কত মহামনা ঋষিকুমার পক্ষশরের বশবর্ত্ত হইয়া হরিণাদি পশু মৈথুন করিয়া ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়াছেন। কামের সংসার মনে বর্তমান থাকিলে জীবের কিছুতেই নিস্তার নাই। বলপূর্ব্বক কামবেগ ধারণ করিলে বীর্য্য অতিশয় ত্তরল হইয়া স্বরসোধ ও প্রমেহাদি পীড়া উৎপন্ন করে, চরকাধির ইহাই অভিমত। বলপূর্ব্বক গম্বীর প্রোত কিরাইয়া হিমালয়ের দিকে লইয়া যাওয়া যায় না।

সংসারের অপরাধ নাই; অপরাধ আমাষের মনের সংসারের। এই সংসারের শিকড় প্রাচীন অষ্টালিকাবিত বটুক্ষেয় শিকড়ের দ্বায় সমস্ত মনে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। স্তব্ধতা উপরের ভালপালা কাটিয়া দিলে কি হইবে?—মূলটিকে উৎপাটন করা চাই। এই মূলটী উৎপাটন করা পাশবল প্রয়োণের কার্য্য নহে। এই সংসারের আনুল সংশোধনের অন্তর নাম সাধনা। যদি এই মূল সময়ে মন লইয়া বনে যাই, সেখানেও বৃক্ষের শাখা প্রশাখা ক্রমশঃ বাহির হইবে। এই অন্তই বলিযাচি বনে গেলেও নিস্তার নাই।

শোভের বহু দূরে থাকিলেও যে দুর্জল জীবের মনে শোভের উদয় হয় না এমন কোন কথা নাই; বরং শোভের বহু নিকটে থাকিলে শোভ অপেক্ষান্তর কম হয়। পীড়িত ব্যক্তি অপখ্যের প্রতি অধিক শোভ করে, যদিও তাহার আত্মীয়বর্গ অপথ্যভগি তাহার চক্ষের অন্ত

রাগেই সর্গদা রাখিয়া থাকেন; কিন্তু যিনি শোভকে বশ করিয়াছেন, তিনি প্রাণভক্তনের মধ্যে থাকিয়াও মুক্ত হন না। দ্বী ও অর্থের প্রতি বাঁধনের অধিক পিপাসা দ্বী ও অর্থ দূরে থাকিলেও তাহাদের অন্ত তাহাদের মন সর্গদা থাকুল হয়, কিন্তু নিকটে থাকিলে মনটা ঠাণ্ডা থাকে। অর্থশীল ব্যক্তির অপেক্ষা দোষী দরিদ্রের অর্থের জন্য অধিক গাশাইত হয়। তেঁতুল সমুদ্রে না থাকিলেও তেঁতুলের প্রতি বাঁধার শোভ আছে তেঁতুলের নাম স্বরণে তাহার রসনায় জল আসে।

পক্ষান্তরে মনকে যদি অন্তরিকে রাখা যায় কামিনী বা কাকন নিকটে থাকিলেও মন তাহাতে মুক্ত হয় না। যে মাতার কোলের ভেগেটা হারাইয়াছে ও ছেলেটা পুনপ্রাপ্ত হইবার জন্য গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে উদ্‌যাদিনীর ভাগ ছুটিয়া বেড়াইতেছে, তাহার সমুদ্রে মোহবের তোড়া উপস্থিত করিলেও সে তাহার প্রতি চাহিয়াও দেখিবে না, মন এখন ছেলের দিকে স্তব্ধতা টাকার তোড়া তাহার চক্ষে শোষ্ট্রাশি বাতীত আর কিছুই নহে। তদন্ত বাঁধার প্রাণ ভগবানের জন্য থাকুল, কামিনী ও কাকনে তাহারাক করিবে? মনকে অন্তরিকে রাখিবার অধ্যায়ই সাধনা; সর্গজাই এই অন্ত্যাসের স্বরূপাত করা বাইতে পারে। এবং এই অন্ত্যাস দুচ্চুমি প্রাপ্ত হইলে “কামিনী ও অর্থ” তখন থাকিয়াও না থাকার মধ্যে হইবে। কিন্তু কু-অন্ত্যাস লইয়া অরণ্যে গমন করিলেও কামিনী প্রভৃতি সেখানে না থাকিলেও মন অবলীকৃতনে তাহাদের সৃষ্টি করিবে এবং নিজের সৃষ্টি পদার্থ নিজেই সংস্তোগ করিয়া কৃপ হইতে চেষ্টা করিবে। তদ্বা নিজের তত্ত্বা নিজে সংস্তোগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন পুরাণে এক্রপ লিখিত আছে। পূর্ব্বের যাহা লিখিলাম ঋষিরা জপকচ্ছলে তাহারই বর্ণনা করিয়াছেন, নাজ। মনই সৃষ্টিকর্ত্তা, মন বিরলে যাহা সৃষ্টি করে নিজেই তাহা সংস্তোগ করিতে উদ্যত হয়। এইরূপেই ক্রিমি, অবৈধ ও পথারি মৈথুনের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে অধিক আর কিছু বলিব না, যাহা লিখিলাম স্বরণে পাঠক ইহা-তেই সব বুঝিয়া লইবেন,—বিস্তারিতরূপে লিখিত গেলে প্রবন্ধ অনীদতা দোষে দুষ্ট হইয়া পড়িবে।

সাধকের সংসারের সুবিধা অনেক, বিয় অন্ন; কিন্তু বাহিরে বিয় অনেক সুবিধা অন্ন। ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল, প্রচণ্ড ঘোরের সময় সুশীতল ছায়া ও প্রাণ বড় বৃষ্টির সময় সর্বোপভবশূদ্ধ আশ্রয়, বিপদের সেবা, পীড়িতের গণা ও রোগের ঔষধ সংসারে যেমন সংকে মিলে বাহিরে তেমন নয়। সাধক যখন দন্দ্যাতীত হন তখন তাহার পক্ষে রৌদ্র, জল, শীতলতা, বিপদ, সম্পদ ও ব্রহ্ম হুঃ সব সমান হয় বটে কিন্তু আরম্ভ কালে তিনি যন্মের অধীন থাকেন সুতরাং সে সময় তাহার সংসারই সাধনার উপযুক্ত স্থান। সাধক সংসার ছাড়িয়া বাহিরে গেলে শরীর রক্ষা ও সাধনা ইহার কোনটা তিনি অগ্র্য করিবেন, ইহা ভাবিয়াই তাহার কল্যাণ হইতে হয়। শরীর অপটু থাকায় সাধনার বিশেষ ব্যাঘাত হইয়া থাকে; সংসারের বাহিরে এ সব ছাড়া ভয়ের আরও অনেক কারণ আছে, পতনের আশঙ্কা বাহিরে অনেক বেশী।

প্রকৃত সন্ন্যাসী না হইয়া সন্ন্যাসীর বেশভূষা ধারণ করিয়া বাহিরে গেলে ব্যাঘাতঘূর্ণিত গর্ভের জায় মনে একটা অভাবনীয় অহঙ্কারের উৎপত্তি হয় এবং আপনাকে ব্যাঘাতাবিধা সিংহের, সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া হত হইয়া থাকে; আদ্যক লোক সকল না জানিয়া তাহাকে ব্যাঘ্রের আলন ও সন্ন্যাস প্রতীক বসায় গর্ভের মনে বিজাতীয় হস্তের আবির্ভাব হয় এবং সে যে গর্ভস্থ ইহা বিশ্বত হইয়া প্রকৃত ব্যাঘ্রের দলে মিশিতে গিয়া টাঁকস্বরেই ধরা পড়ে এবং তথা হইতে অচিরেই বিদূষিত হইয়া 'ইতঃপঠে ততোনষ্ট' তওয়াতে একটা দিগ্ভূত কিম্বাকার হইয়া পড়ে; বেচারীর একল শুকল হুকুলই যায়। আর এক কথা, ভাল পাছে নতুন কল ধরিলে গৃহস্থেরা প্রায়ই তাহাকে সাধারণের দৃষ্ট হইতে লুকাইয়া রাখে এবং প্রাণান্তেও সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে না, ভয় পাছে সাধকের ফলটা পড়িয়া বা পড়িয়া যায়। ছোট শিশুসন্তানকে বাপ মা কতীর বাহির করেন না, পাছে কেহ 'নন্দর' দেয়, পাছে কেহ 'বুড়ির' ছেলেরা অনির করে। ভাল জিনিস সকলেই লুকাইয়া রাখে। সাধুর বেশ ধরিয়া হুগল সাধক বাহির হইলেই তাহার অনিষ্টের সস্তাবনা আছে; সকলেই 'নন্দর' দেয়। সাধারণের নিকট হইতে অবিরত

সন্ধান পাইতে পাইতে তাহার মাথা ঘুরিয়া যাক এবং অতিরিক্ত সন্ধান হইয়া পড়িতে না পারিয়া শীঘ্রই পীড়িত হইয়া পড়েন; তখন তিনি আপনাকে ভুলিয়া, সাধনা না করিয়াই সিংহের পথবা গ্রহণ করিয়া বসেন। এ লোককে ভুলাইতে গিয়া নিজেই প্রতারণিত হন। কিন্তু ভগবান ভুলনার নহেন, তিনি অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ পর্যন্ত অতি স্পষ্টরূপে দেখিবার ন্যায় এবং এক্ষণে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর বেশধারী সাধক, সাধনা ও সিদ্ধ উভয় হইতে পরিত্রা হইয়া অচিরে "পিঙ্গলের কাটাঠী"তে পরিণত হন। "নাহংকারং পরো রিপুঃ" যদি এইরূপে অহংকারই বুদ্ধিমান হইতে লাগিল তবে আর হইল কি? সাধকপদ বেজার জায় বেশবিজ্ঞান করিয়া কদাপি পথে বাহির হন না, পরন্তু কল্যাণিনীর জায় সাধারণের চক্ষের অন্তরালে থাকিয়াই তাহার সর্বজন স্বামীদেবার নিযুক্ত থাকেন।

অহংকারের জায়, ভয় ও সাধনাপথের আর একটা বিষয়। এই ভয় বাহিরে যত ভিতরে তত নহে। বাটার ভয় প্রাণল সংসারই তাহার সাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র। অনেক নির্দোষ ব্যক্তি বিজন বনে, অশ্রম বা লোকালয়ের দূরে অবিরত প্রান্তরে একাকী শব সাধন করিতে গিয়া ব্যাধিগ্রস্ত বা ফিগু হইয়া গিয়াছেন। একপ দৃষ্টান্ত বিবল নহে। ভয়ের অভিজুত হইয়া কেহ বা উত্তরপ বিবল সাধনাকে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করিয়াছেন। বিয় আরও বহুতর আছে; ক্রমে পুঁথি বাড়িয়া যায়। সুতরাং এ সংকে এখন আর কিছু বলিব না। এক্ষণে সংসারে থাকিয়া কেহ কখন সাধনা করিয়াছিলেন কি না এবং এ সংকে তাহারের মতই বা কি, তাহা বিবেচনা সংক্ষেপে কিছু বলিব।

মহাব্যাগেশ্বর হরি বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে সাধনা সংকে অনেক উপদেশ দিয়াছেন। সেই সকল উপদেশ বৈদ্যবাস শিবিবদ্ধ করেন এবং যে গ্রন্থে ইহা লিপিবদ্ধ হয় তাহাও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। গীতা লভন শাস্ত্রের সাধ ও সকল কালেই মাঙ্গ। এই গীতার শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন "তুমি যোগী হও।" (৩৩ অঃ ৪৩ শ্লোক) কিন্তু অর্জুন সংসারে থাকিতেন এবং এই উপদেশ পাইয়াও তিনি সংসার ত্যাগ করেন নাই। তাহার



দ্রোহিন, পুলাহি ছিল, ঐশ্বর্য ছিল, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন “হে অর্জুন! তুমি যোগী হও।” ইহাতেই প্রতিপন্ন হয় যে সাধকের বনে বাইবার আবশ্যক হয় না; বাঁহার সদগুরু লাভ হইয়াছে, সংসার তাঁহার কোন বিষ উৎপাদন করিতে পারে না, পরন্তু সংসার মানা প্রকারে তাঁহার সাধনার সাহায্যই করিয়া থাকে। ভাগবতে আছে শ্রীকৃষ্ণ বধন উদ্ধবকে উপদেশে দেন, তখন তাঁহাকে “একান্ত নিষ্কল্য হানে” গমন করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধব এই উপদেশ পাইবাও সংসার ত্যাগ করণাস্থর বিঘ্ন গহনে গমন করেন নাই। তিনি কি তবে শ্রীকৃষ্ণের কথা অমাত্র করিলেন? তাহা হইতেই পারে না কারণ উদ্ধবের ভ্রাতৃ ভক্ত অতি বিরল। তবে অবশ্য “একান্ত” ও “নিষ্কল্যের” কোন গূঢ় অর্থ আছে। ভক্ত তাহা জানিতেন এবং সেই মত কার্যও করিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহাকে সংসার ত্যাগ করিতে হয় নাই। সংসারে যে একান্ত ও নিষ্কল্য হান আছে, তাহা সদগুরু এই উপদেশ প্রাপ্ত ভক্ত সাধক মাঝেই জানেন।

শ্রীকৃষ্ণ বরং সাংসারী ছিলেন এবং তিনি স্বীয় ভক্তগণকে কখন সংসার ত্যাগ করিতে বলেন নাই। বরং বলিয়াছিলেন “কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমান্বিতা জনকাদয়ঃ।” (৩য় অঃ ২০ শ্লোক) তিনি কর্মদিগের মধ্যে জনকের নামই সর্বপ্রথমে উল্লেখ করিলেন, কারণ জনক রাজা হইয়াও মুক্তপুংখ। সীতার ভৃত্যই অধ্যায়টি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে ইহাই বুঝা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ সংসার ত্যাগ করিয়া ভগবৎ সাধনার লক্ষ্যপাত্রী ছিলেন না। অনেকে বলেন কেবল মাত্র জনকই সংসারে থাকিয়া সিদ্ধ হন, আর বৈশী কেহ সংসারে থাকেন নাই। তাহাই যদি হইবে তবে শ্রীকৃষ্ণ শুধু “জনক” না লিখিয়া “জনকাদয়ঃ” লিখিলেন কেন? মহাভারতে অনেক পৃথী তথ্য সিদ্ধ বোধীর বুঝাত পাওয়া যায়। বন পর্বতান্তর্গত মার্কণ্ডেয় সমস্ত পর্বতমায়ে এক ধর্মবোধের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে; তাঁহারও নিবাস মিথিয়ার তিনি দ্রো পুত্র পিতা মাতা লইয়া খোর সংসারী ছিলেন, অথচ তিনি মহাবোধী। কৌশিক নামে এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট ধর্ম শিক্ষা করিয়া

কৃতরুতর্ষ হন। দৃষ্টান্তের অভাব নাই, চক্ষু বুলিয়া বিশ্বাসের সহিত দেখিলেই হইল—কৃশমত্বকের ভ্রাতৃ কৃশকে সর্বত্র জ্ঞান করিয়া কৃশে বাহা নাই তাহা ক্রমশঃ নাই, এরূপ মনে করিয়া বৃদ্ধিমান ব্যক্তি বিভ্রান্ত হন না।

প্রাকালে বাস, বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ভেদপুত্র ঋষিগণ সংসারে ছিলেন ও সন্তানাদি উৎপাদন করিয়া ঐব প্রবাহ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। কলিকালেও বৈবর্তে পাই যে মহামান্য কবির সাহেব দ্রো পুত্র লইয়া সংসারে থাকিতেন, অরং তাঁত বনিতেন অথচ তিনি ঐবদ্বক্ত পুংখ ছিলেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত অনেক ধনী মানী ও কুলীন ব্যক্তি—এমন কি সম্রাট পর্যন্ত তাঁহার দ্বারস্থ হইতেন। নানক সাহেব সংসার ত্যাগ করিয়া যান বটে, কিন্তু সিদ্ধাবস্থায় তিনি সংসারে প্রত্যাগমন করেন ও দ্বারপরিরূপে করিয়া সন্তানোৎপাদন করিয়াছিলেন। সাধক ও ভক্তশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ দেন সংসারে বাস করিতেন তাঁহারও এক কহা ছিল। তিনি যে সিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন সে বিষয়ে কাহার সন্দেহ নাই। রাজা রামকৃষ্ণ সিদ্ধপুংখ ছিলেন, তিনি নাটোরের প্রসাদে সংসার মধ্যেই থাকিতেন, পূর্বেই বলিয়াছি দৃষ্টান্তের অভাব নাই, কিন্তু একবার বিশ্বাসপূর্বক চক্ষু মেলিয়া দেখা চাই।

সংসারে থাকিয়া সাধনা ও সিদ্ধি লাভ হয় না, ইহা নিতান্ত অজ্ঞান অশয় বা অপ্রেমিকের কথা। বাঁহাদের সদগুরু লাভ হইয়াছে, তাঁহারা সংসারে সাধনার অসংখ্য বিষয় দেখিরা ঘর্ষে পুঙ্খিত হন ও ‘কঁটা’ বিধা কাঁটা উদ্ধারের’ ভ্রাতৃ সংসারে থাকিয়াই সংসারকে ভয় করেন।

এ প্রবন্ধে “সাধনা কিরূপ” সে সম্বন্ধে কিছুই বলা হইল না। বারান্তরে সে বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার বাসনা রহিল।

## প্রভাতি-চন্দ্র।

রপসের কোলে বিধাব-নাগনে  
হাসিছে হৃৎকের হাসি  
বেধিছে তোমার, মান মুখখানি  
কৃষ্ণ বিবরে শনি।

প্রভাতীন তরু, অর্ধ বিগলিত  
হৃৎকর রাহুর গাঙ্গে,  
অধিধানি তাই নিতান্ত মলিন  
এবল তপন-দ্রোণে।

কোথা সে হৃৎকা, রজনীজীবন,  
কুমুদিনী মনোমোহিত,  
কোথা সে বিমল, লাবণ্য মাদুরী  
অমির-পূরিত আলা ?

কোথা সে আসন, তারকা-খচিত  
হৃৎকর অধর-পরে,  
কোথা সে হৃৎকর মগন উজনি  
হৃৎকরাশি রাহে করে ?

সুকারেজ এবে অমির-ভাটার  
প্রভাতের আগমনে,  
গাছে হরি লর তপন-তরুর,  
তাই কি দ্বিগত মনে ?

অকূল প্রভাব বিগত এখন  
তাই বুঝি রানসুখে ?  
না, না, নিশিনাথ ! কেবনা কেবনা,  
কুমুদী কীভাবে হৃৎকর।

## দশরথ-বিলাপ।

১০৭

আবার রজনী আসিবে আশায়ে  
আঁখার-বদন পতি,  
হাসিবে পুনরেক, চিত্রিতা তোমার  
কৃষ্ণ মাঝারে দরি।

পুন তরাকুল পুনরেক পুরিমা  
উষিবে তোমার গাশে;  
প্রেম সোহাগিনী কুমুদ-অন্দরী  
হাসিবে নবীন বাসে।

আবার তোমার বিরসবদনে  
হেরি মধুর হাসি,  
হাসিবে প্রকৃতি, হাসিবে ধরনী  
বিমল আনন্দে হাসি।

## দশরথ-বিলাপ।

(দুর্গপ্রাণিতের গর)

অনতিবিলম্বে রথ, পুরপ্রবেশ অতিক্রম করিয়া, অমগনে উল্লসিত  
হইল, মহারাজ জনপদের শোভা সকল অবলোকন করিয়া, প্রীতি সহ-  
কারে হৃৎকর করিলেন; “প্রব্র” জনপদের শোভা সকল আমার  
চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া, প্রীতি-পুংগকে ক্রমশঃ বিকসিত করিয়া তুলি-  
তেছে।” হৃৎকর নিবেদন করিলেন “রাজন। বনকুমি ও তরঙ্গিনী-  
বর্তী গমন সকলের শোভা আরও মনোহরিত, আপনি বর্তই দ্রবত-  
হইবেন ততই প্রকৃতির নব নব মনোমোহিনী বিচিত্র শোভা সকল সম-  
পন্ন করিয়া বিমোহিত হইবেন।” তৃতীয় দিবস মহারাজ কালে তাহার  
এক পির-তরঙ্গিনী-বর্তী প্রবেশে উল্লসিত হইলেন, হৃৎকর করিলেন,



“রাজন্ ! এই যুগ-করম্ব সুখ-কবল পরিহার করতঃ একটী মহাবৃক্ষমূলে শিখা শয়ন করিতেছে, ওটা ঐ তরঙ্গিনী তীরবর্তী একটী বটবৃক্ষ ; যুগ-কুল আতপতালে তপিত হইলে, ঐ বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া মথারূপাল অভিযান্ত্রিক করে ।”

রাজা দশরথ বেহিন মুগ্ধা-বাবে স্বকরে অন্ধক-হৃৎতর গ্রান সংহার করিয়া মুনিকোপানলে নিপতিত হইয়াছিলেন, সেই দিন হইতে স্ববংশে দ্রবর পাপসংগ্রহে ভগ্নে তিনি কীব হিসাস একরূপ বিরত হইয়াছিলেন, এক্ষণে একটী অংশ কুরঙ্গ শিক্তর মনোহর সৃষ্টি দেখিয়া, আং বৈদ্যাব-লয়ন করিতে পারিলেন না। মুগ্ধা-লালসা চরিতার্থ করিবার লজ একান্ত উৎকণ্ঠ হইয়া, শরাসনে একটী শর সন্ধান করিলেন, বৈধবক্রমে উহার লক্ষ্য লষ্টে হইয়া ঐ শর বৃক্ষে আহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল ; কিন্তু সেই মুগ্ধামাতা, রাজার অভিশ্রাব স্মৃতিতে পারিহাও পলায়ন করিল না, বরং বৎসকে বক্ষঃমধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া একদৃষ্টে রাজার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। তিনি চকলনয়না কুরঙ্গিনীর তথাবিশ মৌনতাৎ ও অনিবিধ নয়ন বর্ণন করিয়া শরসন্ধানের বিরত হইলেন এবং অশ্রুকে রথ চালনা করিতে আদেশ দিয়া মৌনী রহিলেন।

অমর, রাজার অশ্রুসর বধন মলিন হইতে দেখিয়া কান্ডর পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “রাজন্ ! প্রভাকর সৃষ্টি কি লজ এরূপ মলিন হইয়া উঠিল ? আপনি এইমাত্র ব্যগ্রতা সহকারে কুরঙ্গশিক্তর প্রান্ত শরসন্ধান করিতেছিলেন, অক্ষমাং ভাবান্তর বসিবার কারণ কি ?” মহারাজ অশ-কাল তুচ্ছভাবে থাকিয়া কহিলেন, “অমর ! অপত্য-মেঘ কি অদূতপূর্ণ পুত্রায় পরাবৈধিনির্গত ! সম্পদ, কি বিপদ সর্বকালে ইহা সর্বপ্রকার কীবের পক্ষে একরূপ ও অবিকৃত। অমর দেখিলে না,—আমার শর-সন্ধানে কুরঙ্গিনী আয়তীবনে অনুপ্রাণিত ও সমতা প্রেরণন না করিয়া, কেমন বিপদ শিতকে জেড়ে লইয়া, অপত্যমেঘের পরাকটী প্রেরণন করিতেছিল। আমি কি হতভাগ্য ! অপত্যলাভ লালসায় হতভাগ রাজশত্রুরে উপেক্ষা করিয়া বনবাসে ধবিশ্রমজ-সাবনে আশ্রিয়াছি ; কোমল পাপকর্তব্যে বিরত হইয়া, অভিশ্রোতনির্ভর উপায় করিব, না

হইয়া প্রথমেই একটী অবলা প্রাণীর তনয়লাভে ক্রমর অপত্যমেঘে বিগোজিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। অমর ! তপোবন গমনে আর আমার বাসনা নাই, চল এই হৃৎতেই অব্যোধ্যায় করিয়া যাই, যদি ব্রহ্ম-বাসী ত্র্যম্বক সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ্যে বোধে আমার সুখাশংকন না কবেন, তবে কি উপায় হইবে ?”

অমর কহিলেন, “রাজন্ ! সে লজ কোন চিন্তা করিবেন না। মনের কোন অভিসন্ধি সাধনের পূর্বে আপতিত অতি সামান্য কারণে, তাহার অন্তরায় আশঙ্কা মনোমধ্যে উদ্ভিত হইয়া, চিত্তচাক্ষুণ্য সম্পাদন করে ; আপনি বিষয়ান্তর সংঘটন দ্বারা মনোমালিন্য বিদূষিত করুন, যতই অসম্ভাবিত চিন্তা করিবেন, ততই উদ্বেগ ও অস্থির বাড়িবে। মহা-রাজ ! আপনি বোধিও সত্যতাপে এই সাগরার ধারায় অধিতীর অব্যবহ হইয়াছেন, তব্দীর্ঘ মেঘ ও মমতা গুণে রাজ্যের সর্বত্র সর্বত্র সুখ-সমুজিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে সমস্ত কৌশলবাসী একবাক্যে বলিয়া থাকে, “আমরা পিতৃনির্গণেশে দশরথরাজো পরম ব্রহ্মে কালযাপন করিতেছি।” শেব, দেবর্ষি ও মহর্ষিগণ সর্বদা আপনায় যোগগান ও তত্ত্বাধ্যয়ন করিয়া থাকেন ; হৃতভাঃ অভিপ্রোক্ত সিদ্ধিরাং আর বাধা কি ? সশ্রুতি মথারূ-মিহের পূর্ণবৈশ্ব-বধন পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করিয়াছে। ঐ যে নির্মল নিম্বরতীরে একটী তরুণর দৃষ্টিগোচর হইতেছে, উহার নাম সহকার তরু, ওখানে হারি-শিকর সম্প্রদায় সমীরণ মন্ম মন্ম প্রবাহিত হইয়া তরুণের সেবা করিয়া থাকে। চলুন উহার শীতল ছায়ায় শিখা উপবেশন করতঃ আতপ-তাপ নিবারণ করি।” রাজা “তথাস্থ” বলিয়া, রথ হইতে অবতরণ হইয়া, সহকার তরুস্থ একধামি উপলব্ধে উপবিষ্ট হইয়া কহিলেন, “অমর ! আমার চিত্ত-চাক্ষুণ্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, অতএব অধ্যা যামিনী এই স্থানেই অভিযান্ত্রিক করা যাইক, বোধ হয়, উষাকালীন বনস্তমসীর আমাদের শরীর ও মনের ব্যক্তি সর্বজন করিবে।

বিবিধ কথা প্রসঙ্গে কাল যাপন করিতে করিতে ক্রমেই নিশি-ধিনীর অবশেষ হইল। অমে অমে হৃৎকরে পূর্ণগগন রক্তাভ ও অর লস

প্রকাশমান হইতেছে, পদ্মাবলী হইতেছে এই একটা করিয়া প্রকাশ্য ক্রমেই বিবর্তিত হইতেছে, ও মধ্যে মধ্যে এই একটা তত্ত্ব, শিকের কল-মানি কর্তৃক প্রবর্তিত হইতেছে এবং দক্ষিণ দিক হইতে সূর্য্য মলয়া-নীল মন্ড মন্ড প্রবাহিত হইয়া বিরহিনীকুলের বিরহ-বিন্দু প্রজ্জ্বলিত করিতেছে। এই সময়েই নৃপতি কহিলেন, “সুস্মর! বসন্তকালীন মধ্যাহ্ন তপন শরীরে বিবাহ্য বিশিখের ভায় কাণ্ড্য করিয়া থাকে, চল এইবেলা প্রাণন করিয়া কোন নিভৃত কুঞ্জস্থল আশ্রয় করা যাউক,” সুস্মর, বিনীত বাক্যে নিবেদন করিলেন রাজন্! আমাদের গন্তব্য স্থান আর অধিক দূরবর্তী নহে, এই একটা প্রকাণ্ড রাজসৌধের শিখরদেশে নেত্র-গোচর হইতেছে, যেখানে হরকোশাশনে ভর হইবার ভয়ে, কন্দর্প নিজ অঙ্গ পরিত্যাগ করতঃ অনঙ্গনাম ধারণ করিয়াছিলেন এই সেই জনস্থানবর্তী অনঙ্গবৈবের রাজপুরী; ওখান হইতে মহাবীর আশ্রম অতি নিকটবর্তী।” নৃপতি, আক্কাহিত হইয়া কহিলেন, “মিনি ভগবান! শ্রদ্ধাশ্রমের প্রসাধে রাজ্যের অবগ্রহের অবধান করিয়া একদা বহুমতীরে বিপুল শত্রুশালিনী করিয়াছিলেন, বিহার সহিত মহাবীর নিত্যমুখ সখ্যভাব আছে, সেই প্রতিজ্ঞানুসারে মহামায়া কি এই অববৈবের নরপতি? তিনি যাহা, মহা-মুনি, অঙ্গরাজের নিত্যমুখ অমৃতকুল, তাঁহারে লইয়া সুনিব্বের নিকট গমন করিলে, বোধ হয়, মহাবীর প্রায়তঃসাধনে বড় অন্তরঙ্গ হইবে না, ভূমি তবদুস্মে রথ চলিয়া কর দুই।”

তদনুসারে সন্ধ্যা অংগের সময়ে, রথ অঙ্গরাজের প্রভাতীহারে আসিয়া উপনীত হইল, অঙ্গরাজ প্রীতিপ্রসূর চিত্রে প্রভাতীহারে আগমন করিয়া দেখিলেন,—আবিত্যভের উদ্যোগে আবাহন করিলে, ভগবান! শরীর-পর নভোবৃত্তের কেন্দ্রাগত হইলে, তাঁহারে বাহু শপ্তা হইয়া, রথাসনে মহারাজ দশরথ তথোদিক শোভা পাইতেছেন। তিনি যথাবিহিত উপচারের সহিত তদীয় পাদপদ্ম অর্চনা করতঃ জনৈক পরিচারকের প্রতি সুময়ের তথাবাবানের ভার্য্যার্পণ করিয়া, রাজ্যকে লইয়া বিদ্রাম-ভবনে প্রবর্তি হইলেন, এবং সামরে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

সাময় সময়ে দশরথ কহিলেন, “প্রিয়ধর্ম! তদীয় দৌলজন্তুণে আমি অপরিণাম সন্ততি হইয়াছি, আপনাদেব সুখাসিন্দু রচনপরম্পরায় আমার দয়াকরম্বর অতুতপূর্ণ আনন্দরসে উজ্জ্বলিত হইয়াছে, অগ্নীকরের নিকট প্রার্থনা করি, আপনাদেব নিরাপদে পদে পদে রাজ্যস্থ পুত্র সন্তোষ করুন। সংকতি ভগবান! শ্রদ্ধাশ্রমের আশ্রম কোথায়? তপো-বন সম্বন্ধে আশ্রমের পবিত্রতাসাধনে আমার নিত্যমুখ বাসনা হইয়াছে, আপনাদেব তৎসম্পাদনে আমাকে কৃতার্থগত করুন।” অঙ্গরাজ চমৎকৃত হইয়া, নিবেদন করিলেন, “মহারাজ! ভবদীয় ভক্তগমনে অঙ্গবাসী জনগণের আনন্দসিদ্ধি শতমুখে উজ্জ্বলিত হইয়াছে, মহাবীর আশ্রম এখান হইতে অধিক দূরবর্তী নহে, কিন্তু মহারাজের ভক্তগমনের প্রয়োজন-তদ্বশ আমাকে মুখরিত করিতেছে, যদি বলিতে বাধা না থাকে, তবে আমার অভ্যর্থনায় বহুবান্ হউন।”

তখন নৃপতির মনোগত ভাব গোপন না করিয়া, অঙ্গপটচিত্রে সমস্তই ব্যক্ত করিলেন, অঙ্গরাজ বিস্ময়গত হইয়া বলিলেন, “মহাপতি! আপনাদেব সেই অন্য এত চিত্তকুল হইলেন। পুরুষভাষ্য পুরুষপুত্র বারি ন্যায় যদিও চকল, কিন্তু ইচ্ছাকুল সে সন্তাননা কোথায়? আপনাদেব কি আসেন না যে কীর্তিদেবী ও রাজলজ্জা যুগপৎ সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগুলের সেবা করিয়া আসিতেছেন; বিশেষতঃ রাজকুলবাহী ভোগ-বর্তী কীর্তিদেবী ধর্ম্মচল দিয়া উভ্যত হইয়া, নামা রাজকুলে অবস্থান পাওয়া, অবশেষে বিশালমুখে রথ্যগরে নিপতিত হইয়াছে। মহারাজ, সাগরমুখতা তরলিনীবেগে কখন কি অপ্রতিরূপ বা বিনষ্ট হইতে পারে? অতএব রথকুলের যথোক্ত্য করনই সন্তবণ নহে; বিভাকরমণ্ডলে বিভাতিপুঞ্জের ন্যায় ব্রহ্মকুলে ভগবানের প্রচুর কল্যাণী বিদ্যমান আছে, হৃতরাং অভ্যর্থনাদিগিরি বাধা কি? এতাত্তে মহাবীর পাশরাজ্য সম্বন্ধন করিলে আপনাদেব সন্তোষ কোট অপনীত হইবে।” দশরথ আক্কাহিত হইলেন, অঙ্গরাজে গুণবর্ণন-লাগল। বলবর্তী থাকতে রজনীতে তাঁহার বিদ্যুজ্যোত নিরাস্তায়া হইল না।



পরদিন সূর্যোদয় কালে, যখন বিরহবিধূর চক্ৰবাক চক্ৰবাকীর সহিত মিলিত হইল, যখন অরুণদেবের শুভ সন্দেশ লইয়া, সরানকুল সপে সপে তরীয়া বিরহিনী কামিনীর বিরহ বস্ত্রা নিবারণার্থ তগবতী পরোক্ষিনীর নিকট গমন করিল, যখন কমলিনী প্রাণেশ্বরের শুভ সমাচার পাইয়া বিকসিতমুখী হইল এবং পক্ষিনীর ভাষাবন্ধন অহতব করিয়া মধুরক মধুরকুল গুন গুন রবে স্বকীর দিতে দিতে, তরীয়া সকালে আন্তিত্য প্রাণে ধাবিত হইল, সেই পুণ্যময় সময়ে প্রণবন্ধ রাবণবিযুল রণে আরোহণ করিলেন এবং সম্মিলিত পদ্মরাগ ও চন্দ্রকান্ত মণির ন্যায় চতুর্দিকে সৌন্দর্যমালা বিস্তার করিতে করিতে তপোবনে উপনীত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

## নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে কার্লো পুস্কোউ এই প্রতিনিধি পদবী প্রাপ্ত হইলেন তিনি এই যৌগের শাসনকর্তা কাউন্ট মারবিক্‌এর (Count Marboeuf) মাধ্যমে তাঁহার প্রিয় পুত্র নেপোলিয়নকে ফ্রান্সের স্বতঃপাতি গ্রিনেন নগরের সৈনিক বিদ্যালয়ে (Military school at Brienne) নিযুক্ত করিলেন। নেপোলিয়ন এই বিদ্যালয়ে প্রবর্তি হইয়া তাঁহার বাস্তবিক পরিচরম ও বহুপূর্বক পাঠ্যভ্যাসে শীঘ্রই তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় দিয়া সকলকে আশ্চর্য্য করিলেন। পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে গণিত শাস্ত্রমাত্রেই তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি যে সকল পুস্তক পাইতেন, সমস্তই অতিশয় আগ্রহসহকারে পাঠ করিতেন। সাহিত্যের মধ্যে প্লুটার্ক লিখিত

প্রাচীন গ্রীক ও রোমদেশীয় মহাভাগনের জীবনচরিত\* তিনি প্রগাঢ় তত্ত্বের সহিত অধ্যাস করিতেন। তাঁহার পাঠে মনোযোগ থাকতে শীঘ্রই নেপোলিয়ন ইঙ্গলের অগ্ৰদার স্বরূপ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু নেপোলিয়নেরই বিদ্যামগনের কাহারও সহিত অত্যন্ত আলাপ ছিল না এবং তিনি আলাপ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না; সেই জন্য নেপোলিয়নকে তাঁহার সহপাঠির কহেই ভাগবাসিত না। ফ্রান্সদেশীয় ভাষায় তাঁহার কিছুমান জ্ঞান না থাকায়, তিনি ইতালীয়দের ভাষা করিতেন; এইজন্য বিদেশী বলিয়া তাঁহাকে সবলেই ঘৃণা করিত। তাঁহার সমপাঠিগণ সকলেই সমান্তরূপে ভূত, নেপোলিয়নের দারিদ্র্যতা বেধিয়া তাঁহাকে কহেই গ্রীষ্ম করিত না। নেপোলিয়ন তাহাদের অসমান সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন বুরিয়েনকে + সংযোগের বিনিয়াজিলেন " আমি এই ক্ষেত্রগুলিকে ঘূর্ণা করি, এবং সময় পাইলে নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে উহাদের কনিষ্ঠপাশন করিব "।

গ্রিনেনের প্রত্যেক ছাত্রের নিমিত্ত বিভিন্ন স্থান নির্দিষ্ট ছিল। নেপোলিয়ন তাঁহার সঙ্গীদিগের উপহাস ও বিরক্তিকরক সঙ্গ হইতে পরিজ্ঞাপ পাইবার নিমিত্ত স্বীয় স্থান চতুর্দিকে কাঠগুড়ি নির্মাণ পূর্বক একাকী বসিয়া নিজের পাঠকর্মাদি সম্পন্ন করিতেন। ঐরূপে পরি-র্যকিত আশ্রমের চারিভিত্তে বৃক্ষ সজল রোপন করিয়া তিনি মন্যস্থানে একটা মনোহর কুঞ্জ নির্মাণ করিলেন এবং এই কুজটা তাঁহার কর্মসিদ্ধান্তি প্রিয় কুঞ্জের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইত। তিনি ঐরূপ নির্জন নিরুজ্জ মধ্যে বসিয়া পড়ার চিন্তা ও আবিস্কৃতির বিষয়ের পর্যালোচনা করতেন। যে ক্ষমতা বার্য্য তিনি ভবিষ্যতে সমস্ত ইউরোপ ও সমস্ত জগৎকে শুদ্ধিত ও চমকিত করিয়াছিলেন, সেই অপরূপ ক্ষমতা যে এই প্রকার

\* "Plutarch's lives" ( of ancient Greeks and Romans. )

+ বুরিয়েন (Bourrienne) তাঁহার একজন সমপাঠী। নেপোলিয়ন ক্রান্তের রাজত্বের এবং করিলে বুরিয়েন তাঁহার সেজেটরী ক্রমে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। নেপোলিয়ন বুরিয়েন বিদ্যালয়ে যখন পাঠ্যভ্যাস করিতেন, তখন তিনি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় সহচর ছিলেন।

অহর্নিশ পরিশ্রম ও অদৃশীলন দ্বারা সংবদ্ধিত হইয়াছিল ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যৎকালীন নেপোলিয়ন ত্রিবেনে পাঠ্যক্রম করিতেছিলেন, তখন তাঁহার পিতা রোগাক্রান্ত হইলেন এবং হুর্ভাগ্য বশতঃ ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই ৩৮ বৎসর বয়সকালে মৌলভের চতুর্থ সীমাত্তেই জীবন কাল-গ্রাসে পতিত হইয়া পুনর্বার সংসারকে ভ্রংশপাতাধারে নিমগ্ন করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার প্রিয়পুত্র নেপোলিয়ন নিকটে ছিলেন না বলিয়া তিনি দ্রুমে সাতিশয় বাধা পাইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু সন্থে নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন “আমি ত্রিবেনে নিকষেপচিতে পাঠ্যক্রম করিতেছিলাম এমন সময়ে রোগাক্রান্ত ও বয়সভিক্ত হইয়া পিতা মন্টপলিয়ারে (Montpellier) আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হুর্ভাগ্যবশতঃ মরণকালে আমি তাঁহার কঠোর কোন রূপ লাঘব করিতে সমর্থ হই নাই।” তিনি যদাপি আর কয়েক বৎসর রাজ্য করিত থাকিতেন, তাহা হইলে স্বপুত্র নেপোলিয়নকে ফ্রান্সের একাধিপত্য হইতে দেখিতেন।

কার্ণের মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই নেপোলিয়ন প্যারিসের সৈনিক বিদ্যালয়ে (Paris Military College) প্রব্রিষ্ট হন। নেপোলিয়ন উক্ত স্কুলে প্রব্রিষ্ট হইয়াই দেখিলেন যে তথায় অভিজাত-তান্ত্রিক বিশালভোগ্যে তাঁহার সমপাত্রিগণ উদ্ভূতপ্রায় হইয়া বিলাসভোগ্যে কিছুমাত্র অহুসার প্রদর্শন করিতেছে না। ইহা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিরক্ত ও রাগান্বিত হইয়া তাঁহার বাটন (Father Berton) নামক এক পুরাতন শিক্ষককে ঐ সকলজন নিবারণ করিতে অহুরোধ করিয়া একখানি পত্র লিখিলেন। ঐ প্রকার আদেশ প্রত থাকিলে তাহারা ক্রমিক জীবনের দৃষ্ট দ্বারা সকল সম্পদ করিতে প্রসমর্থ ও শারীরিক ক্রেশ সজন সহ করিতে অপারগ হইবে, এই সকল তাঁহার উক্ত পত্রে নির্দেশ করিয়া ছিলেন। নেপোলিয়নের তখন যোড়শ বৎসর মাত্র বয়স। ঐক্লপ অল্প বয়সে ছাত্রের ঐ প্রকার প্রগাঢ় জ্ঞান ও অসাধারণ বুদ্ধি দেখিয়া তাঁহার সকল শিক্ষক অত্যন্ত আশ্চর্যবিত ও আশ্চর্যবিত হইলেন। স্মৃতগাৎ

নেপোলিয়ন দীর্ঘই সকলের অস্বস্তি প্ররোপিত হইয়া বিদ্যালয়ের অলঙ্কার স্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

ত্রিবেনে নেপোলিয়ন যে সকার মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন তাঁহার নূতন বিদ্যালয়েও সেই প্রকার অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। ফ্রান্সদেশীয় তৎকালীন জনপ্রিয়তম দর্শন-শাস্ত্রজ্ঞ রেনাল (The Abbe Raynal) নেপোলিয়নের অলৌকিক প্রতিভা ও অত্যাস্থ্যবাক্য বক্তৃতা শক্তি দেখিয়া নিমিত্ত হইয়া সেই যোড়শ বর্ষীয় বালককে প্রায়ই তাঁহার ও অজ্ঞাত উচ্চপদস্থ লোকের সহিত একত্র ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিতেন। নেপোলিয়নের আশ্চর্য বক্তৃতা শ্রীয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া বাহিতেন। তাঁহার মুক্তি বিবেচনারি এত প্রবল ছিল যে সৈনিক কথো প্রব্রিষ্ট না হইয়া বিদ্যাহীন হইলে যদাপি তিনি জীবন অতিবাহিত করিতে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মুগ্ধক্ষেত্রে এবং বাহুসভায় যে প্রকার প্রতিভা লাভ করিয়াছিলেন, সাহিত্য ও বিজ্ঞানক্ষেত্রেও সেই প্রকার প্রতিভা লাভ করিতে সমর্থ হইতেন।

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে নেপোলিয়ন কোনও সৈনিক পদে নিযুক্ত হইবার জন্য পরীক্ষা দিলেন। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ল্য প্লাস (La Place) তাঁহার পণ্ডিত্যের পরীক্ষক ছিলেন। নেপোলিয়ন শারদর্শিতা সহকারে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। ইতিহাসে তাঁহার ব্যুৎপত্তি দেখিয়া তাঁহার শিক্ষক কেরুগিয়ন (Keruglion) তাঁহার সন্থে লিখিয়াছিলেন “এই বালকের যদাপি অল্পই বয়সের থাকে, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ পৃথিবীর মধ্যে একজন অস্বাভাবিক লোক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবেক।” কেরুগিয়ন তাঁহার অসামান্য প্রতিভা-শক্তিসম্পন্ন ছাত্রের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। নেপোলিয়ন রাজ্য-

\* একদা ত্রিবেনে বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক নেপোলিয়ন যে ক্ষেত্রে পাঠ করিতেন সেই ক্ষেত্র বালকবলকে গণিত সম্বন্ধীয় একটা দ্রুতঃ এই সমাধান করিতে দিয়া ছিলেন; কিন্তু কেহই উহার সমীকরণ করিতে সক্ষম হয় নাই। নেপোলিয়ন ২৪ ঘণ্টা সময় পূহনধো অবলম্বন থাকিয়া বহুক্ষেত্রে সেই প্রশ্নের সমাধান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শিক্ষকগণ ও ছাত্রগণ তাঁহার ঐ প্রকার অসাধারণ বৈদগ্ধ্য দেখিয়া অত্যন্ত বিমিত্ত হইয়াছিলেন। নেপোলিয়ন এই অল্পতমতায় নিমিত্ত বিখ্যাত ছিলেন।



সনে আসীন হইলে কেতয়গানের সুস্বাবহার স্বরণ করিয়া তীব্র পর-  
লোকগমনের পর তাঁহার বিদ্যা পত্নীর দ্বায়ে ব্যথিতচিত্ত হইয়া কৃতজ্ঞতা  
ব্রত পোহা তার ক্ষম মাদিক বৃত্তি নির্দ্বারিত করিয়া চিরকালের ওস্ত  
তাঁহার কষ্ট মোচন করিয়াছিলেন।

পরীক্ষার লক্ষ্যপ্রাপ্তি হইয়া পরীক্ষার ফল ব্রত পোহা লা ফিয়ারের  
(La Fere) অট্টালিকার বেলজিমেটের দ্বিতীয় লেফটেনেন্ট পদে নেপো-  
লিয়ন নিযুক্ত হইলেন। অল্পবয়সের মধ্যে সৈনিক পদ প্রাপ্তির নিমিত্ত  
তিনি অত্যন্ত কালোচিত হইয়া অধিকতর উৎসাহ সহকারে পাঠ্য-  
শীলনে রত হইলেন। ঐ পদ পাইবার পর নেপোলিয়ন সমুদ্রচিহ্নে  
ভ্যালেন্সে (Valence) গমন পূর্বক স্বীয় বেলজিমেট সহিত মিলিত  
হইলেন। সর্বদা মানসিক পরিশ্রম করিতে তিনি তৎকালে অত্যন্ত  
ক্লান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রশস্ত লগাটপ্রদেশ, আরত নহনস্বর  
এবং প্রশস্ত বৃত্তি সর্বদা তাঁহার সৌন্দর্যের পরিচয় প্রদান করিত।  
কিছু বিবস পরে লিয়নে (Lyon) বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ার তিনি  
তাঁহার বেলজিমেট সহিত কড়পগণাকড়ক ঐ স্থানে গমন করিতে  
আদিষ্ট হইয়া উক্ত স্থানে প্রত্যাবর্তন করেন। কিয়দবস পরে তিনি  
রোগাক্রান্ত হইয়া একটা পাথরশালায় বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই  
সময়ে তাঁহার মাসিক বৃত্তি অত্যন্ত থাকায় হোপের উত্তমরূপ চিকিৎসা  
হইত না। সুতরাং তিনি ঐ সমুদয় শীড়া জনিত কষ্ট ও যন্ত্রণা অতিভূত  
হইয়া ও সহিষ্ণুতাতে উহা সহ্য করিয়া থাকিতেন। এমন সময়ে  
জেনোভা (Geneva) হইতে সন্ন্যাসপন্থ একটা স্ত্রীলোক  
সৌভাগ্যক্রমে জেনোভা হইতে সাক্ষাৎপ্রাপ্তি লিখিলে আসেন। বাগনাপট  
তাঁহার কথিত বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎপ্রাপ্তি লিখিলে আসেন। বাগনাপট  
নামক একটা অসহায় ও দরিদ্র সৈনিক কণ্ঠস্বরী পাথরশালায় শীড়িতাবস্থায়  
আছেন জানিয়া, অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত  
উক্ত স্থানে আগমন করেন। অত্যন্ত দয় ও পরিশ্রম সহকারে রোগ  
নেপোলিয়নের পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকিয়া অল্পবিস মধ্যে তাঁহাকে  
আরোগ্য করিলেন। নেপোলিয়ন তাঁহার নিকট বহোচিত কৃতজ্ঞতা  
প্রকাশ করিয়া তৎসকাশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। কয়েক বৎসর

পরে রাজপদে আরক্ত হইয়া ঐ স্ত্রীলোকের বৈধ মমতা ও সৌজন্যবি  
স্বরণ করিয়া তাঁহাকে দশ সহস্র ফ্রাঙ্ক প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে  
সেই স্ত্রীলোকের অবস্থা অত্যন্ত হীন হওয়াতে তিনি নেপোলিয়ন-প্রদত্ত  
সুদৃঢ় কৃতজ্ঞতা ও আল্লাহের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নেপোলিয়ন যৎকালে স্বীয় বেলজিমেটের সহিত লিয়নে বাস  
করিতেছিলেন, তখন ঐ প্রদেশীয় বিদ্যালয়ে “যে কোন ব্যক্তি মহা-  
কৌশল অথবা কথিয়ার উত্তম উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলে তাহাকে  
একটা শারিতোষিক দেওয়া যাইবে” বলিয়া ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইয়া-  
ছিল। নেপোলিয়ন উক্ত বিষয় সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিয়া উক্ত পারি-  
তোষিক পাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কথিত আছে সেট হেলেনাতে  
(St. Helena) তাঁহার যত্নের কয়েক মাস পূর্ণে বলিয়াছিলেন যে  
অপরূপ উত্তম প্রবন্ধলেখক পাকা সহজে ঐ পারিতোষিক তাঁহাকে  
প্রদত্ত হইয়াছিল। পরে নেপোলিয়ন সভাসদগণ কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া  
সিঁহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া এক বিবস উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় তাঁহার  
মন্ত্রী টেলিগ্রেণ্ড (Talleyrand) ঐ প্রবন্ধটা আনয়ন করিয়া নেপো-  
লিয়নকে প্রদান করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ন বহুদীর্ঘিত রচনা  
বৈদ্য বালাকালের মূর্ত্যায় অধুধারণ করতঃ উহা সর্বনমস্কে অর্ঘিতে  
নিষ্ক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু ‘দাউনু’ (Daouou) নামক  
একটা লোক লিখিত ঐ বিবসক রচনা যে সর্বলোকে উত্তম হইয়াছিল,  
তাঁহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে; যদিও কোন কারণ বশতঃ পুরস্কার  
তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই।\*

নেপোলিয়ন লেফটেনেন্ট পদে নিযুক্ত থাকিয়া স্বীয় অল্পজুনি  
কণিকার একটা ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। রেনাল  
(Raynal) উহা লিখিতে নেপোলিয়নকে অত্যন্ত উৎসাহ প্রদান করি-  
তেন। কিয়দবস লিখিত হইলে তিনি ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে

\* M. Michaud's "Biographie Universelle"তে ঐ প্রকার লিখিত  
আছে।

স্বকীয় আবেগ জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন এবং তথা হইতে উহা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত একটা মুদ্রায় প্রেরণ করেন। কিন্তু ঐ সময়ে ফরাসী দেশীয় রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় উহা প্রকাশিত হইল না এবং নেপোলিয়নও পুনরায় গৈনিককর্তব্যে প্রব্রিষ্ট হওয়ায় উক্ত ইতিহাস সমাপ্ত করিবার অবকাশ পাইলেন না।

(ক্রমশঃ)

## অনন্ত-পথিক।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর।)

আহা! আর কি তোমার ও মলিন মুখ দেখিব না? এক দিন—  
দুই দিন করিয়া প্রায় মাসব্যধি ঐ মলিন মুখ প্রতিদিন বসিয়া বসিয়া দেখিয়াছি। জন্মের ছবি কে না দেখিতে ভালবাসে? তোমাকে দেখিলেই আমার বিবাহ মলিন রূপের কথা মনে পড়িত—মনে হইত যেন আমার হৃদয়ে জুখা একজনও এ জগতে আছে। কিন্তু হায়! আর বুঝি দেখা পাইব না। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানি-  
যাছি তুমি জ্ঞানের প্রায় একশত বৎসর পরে এ পোড়া জগতে দেখা দিবে। ততদিন কি বাঁচিব? না—না—তোমাকে দেখিবার চেষ্টাও এ জগতে ততদিন বাঁচিবার অভিনাব নাই। তবে দেব! চিরবিদায়!!

হায়! বহুদিন হইয়া গিয়াছে! এক, দুই, করিয়া কতশত দিন চলিয়া গেল—আকাশে কত ঠান্দ হাঙ্গিল, কত শত বনজ উঠিল ও ভুলিল, কত শত সূর্য্য আরক্ত লোচনে পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া রাগে, জলিয়া জালিয়া অবশেষে পাণীর কহোন্নাগে লজ্জিত হইয়া অন্তরিত হইল। কতবার নিশীথিনী তমো আবেগের জগতের পাণ লুকাইবার চেষ্টা করিয়াছে, কতবার পদ্মাক্ষরমান সূর্য্য সেই আবেগ উঠাইয়া লইয়া কোষজলিত মননে পরস্পরের পাণ পরস্পরকে দেখাইয়া লজ্জিত করিয়াছে। কতবার জগৎপরিদর্শকের হায় মুকেতুগণ এক একবার পৃথিবী দেখিতে আসিয়া বজ্রামলিন বদনে কিরিয়া গিয়াছে।

কীবনের কণকল্পরতা দেখাইয়া—পাণীর অর্থগৌরব, মিথ্যাবশঃপ্রভা শীঘ্রই বিলুপ্ত হয় ইহাই প্রমাণ করিয়া মানবমণ্ডলকে শিকার দিতে দিতে কতশত উচ্চ বিমানপথে মিশাইয়া গিয়াছে। প্রকৃতি সতী কত শত বার যেখগন্তীর কোষে কালিমাময় বদনে, বিছারিগোলণ নেত্রে পৃথিবীর পাপময় দৃষ্ট দেখিতে দেখিতে গর্জন করিয়া উঠিয়াছেন; আবার পর-  
কণেই হুটাকার দীর্ঘবাস ত্যাগ করিয়া বৃষ্টির অশ্রুজলে কাদিয়া কাদিয়া জগৎ ভাসাইয়াছেন। কিন্তু পাপস্রোতঃ খামিল কৈ? চন্দের বিজয়ময় হাসি, নক্ষত্রের মলিন মুখ, মর্ত্ত্যের প্রচণ্ড মৃষ্টি, যামিনীর স্বপ্নাস্রব সর্গহুত্বিত, ধূমকেতু গজ্ঞানমিশ্রিত স্থির দৃষ্টি, উজ্জ্বলতার দিগন্ত, প্রকৃতির কোষবিগোলণ দৃষ্টি এবং স্বপ্নভেদী ক্রন্দন—ইহাতেও মানবের পাপ মন ফিরিল কৈ? বাহ্যের নভোমণ্ডলের স্থিরা উপলব্ধময়ী মৃষ্টি দেখিয়া মন না ভিরিয়াছে, দ্রবয়ে যুগপৎ ও আশার সঞ্চার না হইয়াছে, তাহাদিগের ক্রিয়ণ মন জানি না—তাহাদের পাপবিলাসেচ্ছা কতদূর বলবতী তাহা বলিতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। অনন্তরূপ! তোমার রূপমাধুরী দেখিবা কে এমন কঠিন দ্রব্য আছে যে সংসারের পাপচিত্তা না ভুলিয়াছে? দৃঢ় তব রূপ-মোহ! রূপ! তুমিই ইন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল—রমণীকুলের সম্মোহন! তুমি কি না দেখাইতেছে—কি না দেখাইয়াছে? যখন স্বর্ধবিলাস নিসর্জন দিয়া—সংসারবাসনা ত্যাগ করিয়া—হৃদয়গতে বাহ্যের আনন্দে উৎস পরূপ—মাতা, পিতা, ভাই, ভগ্নী, দারাপুত্র—তাহাবিগকে জ্বল হইতে হিম করিয়া মহাশ্মাণ বন মার্গে প্রমাণ করিতেন; হুমিষ্টভোজ, স্ববাসিত পেয়, স্বকোমল শয্যা, বহুমূল্য পারদ্রব, সমস্তই পারিত্যাগ করিয়া ত্রিকটু মূল্যদির দ্বারা কীবন দারণ করিয়া পার্জ্বতীর নিষ্করিত্য বারিপানে তৃণাশান্তি করিয়া, কঠিন ভূমিশখার শযন করিয়া, হিম বরফ বাসে, শীতাতপে শরীর রক্ষা করিয়া যখন তাহার কঠোর উপশ্লারনে নিযুক্ত থাকিতেন;—যখন মহুর শিকারময় ছবি সমুদ্রে রাখিয়া, জগতের অনিত্যতা মননে উপলব্ধি করিয়া, জাগতিক পদার্থে স্থিতি কৌশলের চমৎকারিত্ব সমর্থন করিয়া, অনন্তবিমানে হীরকাকরে খোদিত জগৎপাতার মহিমা গান পাঠ করিয়া



বিষয়গত পর্যালোচনার তাহার অনন্তর ও মহত এবং নিজের অক্ষি-  
কিংকারিত্ব সমাগমভূত করিয়া তাঁহারা স্থির প্রশান্তচিত্তে সারাংশদ্বয়ের  
মহিমায়ানে রত থাকিতেন—ভক্তিময় দ্বারে তাহার গুণগান করিতেন  
—তখন তাঁহাদের নিশ্চল শ্রবণ কে বিচলিত করিতে পারিত—তখন  
তাঁহাদের সেই কঠোর তপস্কারণে কে বাধা দিতে সমর্থ হইত?—তখন  
তাঁহাদের সেই গভীর ধ্যান কে ভঙ্গ করিত?—আর কেই বা তাঁহা-  
দিগকে নির্জ্ঞান, নির্ধর্ম, কঠোরতাময় বন-মার্গ হইতে পুনরায় কোলাহল  
পূর্ণ, মায়াময়, বিভাসপূর্ণ জগতে আনিয়া ফেলিত? জুমিই রূপ! ইহা  
তোমার সাহায্যেই নিজের ইন্দ্রিয় রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন;  
তোমার জলই স্বর্ণপুত্রী লক্ষ্য দৃঢ় হইয়াছিল—উর বিহত বিদ্রোহ হইয়া-  
ছিল। তোমার প্রভাবে কত বীরের বীরত্ব নষ্ট হইয়াছে (১)—জায়াঘ-  
রাঙ্গীর জায় বুদ্ধিলোপ পাইয়াছে (২)—সদাশয়ের কোধানল প্রজ্জ্বলিত  
হইয়াছে (৩)—তাঁহার ইয়দা করা কাহার সাধা? তাই বলি রূপ! জুমি  
ধন্য! মানবজাতিতে উদ্ভূত করিতে তোমার জায় প্রচণ্ড মাদক জগতে  
দ্রুত!

আবার এ দিকে যদি জ্ঞান শিক্ষা করিতে চাও—রূপ অধ্যয়ন  
কর; পবিত্রতা শিক্ষা করিতে চাও—রূপ অধ্যয়ন কর। জগতের প্রসিদ্ধ  
কাব্যকাহরণ জানো কেন?—রূপ অধ্যয়ন করিয়া। ঐ যে সমুদ্রে  
অনন্তের প্রতিকৃতি—চাক নক্ষত্রখচিত বিমানপথ—গভীর, প্রশান্ত,

(১) মার্ক আন্টোনি ইব্রিগ (নিসার) শেখার রাজ্যে ক্রিওপেট্রার রূপে বিমূঢ় হইয়া  
তাঁহার জগৎপ্রসিদ্ধ বীরত্ব হারাইয়াছিলেন।

(২) জুলিয়ান সিজারের মিলকণ জায় বুদ্ধি ছিল, কিন্তু তিনি উক্ত ক্রিওপেট্রার  
রূপে বিমূঢ় হইয়া তাঁহার স্নাতা টোলেমির বিরুদ্ধে কোন এক রাজকীয় বিবাদের  
বাসন্য বিদ্যাছিলেন।

(৩) মহাবীর আলেক্সান্ডারের পারসিপোলিস ধ্বংসবিবরণ সম্বন্ধে কোন এক  
মহাকাব্য (Dryden) লিখিয়াছেন :—

"Thais led the way,

"To light him to his prey,

"And, like another Helen, fired another Troy."

অনন্ত, হৃদয়,—যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর বিস্তৃত—কত শত্রু, কত সহস্র,  
কত লক্ষ জগৎ বক্ষে ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে কালসাগরে ডালিয়া  
দাইতেছে—ভাসিয়া গিয়া বিশ্বনিমন্তর অনন্ততার মিশিতেছে—ওটা  
কি? ওটা রূপের প্রতিকৃতি, জ্ঞানের সমষ্টি—পবিত্রতার আধার।  
জগতে যত রকমের বিজ্ঞান স্থগিত হইয়াছে—যত রকমের দর্শন উন্মূক্ত  
হইয়াছে—যত রকমের কাব্য মহাধ্বজ-দ্বয় হইতে উজ্জ্বলিত হইয়াছে—  
যত রকমের সমীচীন মনস্তত্ত্ব চর্চাতে প্রবাহিত হইয়াছে—সমস্তই ঐ অনন্ত  
বিমান পটে লিখিত আছে—সমস্তই ঐ রূপের আলোকে অঙ্কিত আছে।  
কতবার ঐ রূপরাশিকে জগতের দ্বায়ে ধাক্কিতে দেখিয়াছি—কতবার ঐ  
রূপরাশিকে ভক্তের ভক্তিপূর্ণ জ্বলিত প্রশান্ত ভাব ধারণ করিতে  
দেখিয়াছি—কতবার ঐ রূপরাশিকে পূর্ণশরীরের লোনা পেয়ায় চাবডাব  
প্রকাশ করিতে দেখিয়াছি—কিন্তু তৎপাশে লাগিয়া চিত্ত! তোমার রূপ  
বৈচিত্র্য বৃদ্ধিতে পানি নাই। জুমি গভীর বিজ্ঞান! অনন্তকবিতা!  
দুর্ভেদ্য দর্শন! জগতে যত কিছু লাভ্যময় জগৎ আছে—শান্তি, আনন্দ,  
প্রীতি, সমৃদ্ধি, জ্ঞান, তেজস্বিতা, মাধুর্য্য, সয়লতা,—দাঁশ কিছু হৃদয়  
আছে, সকলেরই জুমি প্রতিকৃতি রূপ। তাই বলি লাগিয়া চিত্ত! অনন্ত  
রূপ! তোমাকে যে বুঝিয়াছে তাহার জ্ঞানলাগনা নাই—তোমার সঙ্গীত  
যে শুনিয়াছিল, পৃথকভাবে তাঁহার জায় ধর্মজ্ঞানী ও তেজস্বিনী বুদ্ধি-  
শালী ব্যক্তি খুব কমই ছিল। তোমাকে গর্জিতা ঘোড়শীর প্রথম রূপ-  
প্রভা বালিকার সয়লতা মাধব, শান্তিময়, বিদ্রূপ রূপরাশি সমভাবে বর্ক-  
মান। বিশ্বপ্রচেলিকে! জুমিই জ্ঞান, জুমিই স্বপ্ন, জুমিই প্রেম, জুমিই  
পবিত্রতা! তোমার পানে চাহিয়া চাহিয়া কত কি ভাবিলাম, কত কি  
শিখিলাম, কতই কাঁদিলাম, কতই হাসিলাম। রূপার্থী! আবার আর  
এক দিন আসিয়া তোমাকে দেখিয়া—শিখিয়া, হাসিয়া, কাঁদিয়া যাইব।  
আজি তবে বিদায়!

## পাগলিনী ।

( অহাবৃত্ত )

উন্মাদ-নয়না বালা, শিঃ কেশনীন,  
রবিতাপে স্থলসিত কক্ষ কেশরশি,  
ক্রূণ কলঙ্করাগে স্বহ্মা-বিহীন,  
উত্তরি জলধিবারি আগতা রূপসী ।  
সদোজাত শূকুমার আছে ক্রোড়োপরে,  
নতুবা সে একাকিনী অবনী ভিতরে ;  
তুচ্ছ কৃৎসিতলে, জাম শৈলাগনে,  
কহিলা,—গাইলা বালা বিজ্ঞন বিপনে ।  
“ প্রাণপুন্ড ! সবে মোরে পাগলিনী কয়,  
না বাছ ! জননী তব পাগলিনী নয় ;  
হৃৎকের সঙ্গীত শ্রুত গাই যাহুমনি,  
দময় জুড়ায় তাই গাই রে বাজনি !  
তাই বলি চাঁদমনি ! কি ভয় আমারে ?  
নিরন্তর নিরাপদে রাখিব তোমাতে ;  
তোমার সকল আশা দখলী বহুমতে,  
তোমা ধনে রেশ দিব এ প্রাণ থাকিতে ?  
একদিন জলেছিল যন্ত্রিত মাতার,  
বিধম বেদনা মাথে পাইছ তখন,  
ভূতাবেশ সম বহু ভীষণ আকার,  
আকর্ষিত যোরে যেন হেরিল নয়ন ;  
নয়নের প্রীতিকর এক সু-দর্শন  
সখিল ব্যাধির মম আবেগ্য সাধন ;  
আগিহ চমকি বাছা ! হেরিহ তোমাতে,  
রক্তমাংসজাত মম প্রাণের কুমারে ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ।

১২৭

মান হইলেন। আগ্রহ সহকারে কণ্ঠস্বর কল্পিত : পুনরায় অবশেষে  
হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অন্তিতে পাইলেন এক রমণী অতি  
কঠোর বাক্যোচ্চারণ করিতেছে—“ বাগো ! কোথায় গো !  
আর যে এত স্বপ্না সহ্য হয় না ! বাবাগো ! ” রমণীর ঐ কঠোর  
বাক্যগুলি অগোচর অনন্ত নিরুৎসাহের ক্রমে ক্রমে মিলাইয়া গেল ।

( ক্রমশঃ )

## সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ।

তাস্তিয়া ভিল ।—মধ্য-ভারতের অবিখ্যাত দহ্ম-প্রধান  
তাস্তিয়া ভিলের সংক্ষিপ্ত জীবনী। শ্রীযুক্ত বাবু তুলসীদাস মুখোপাধ্যায়  
বি, এ, মহাশয় এই পুস্তকের প্রণেতা। পুস্তকখানি ইংরাজি ভাষায়  
লিখিত। তাস্তিয়ার জীবনী বাস্তবিক পাঠোপযোগী। দহ্মা বলিয়া  
স্বপ্ন হইলেও তাস্তিয়া চরিত্রে অসাধারণ সাংস্কৃতিক, বদান্ততা প্রভৃতি  
যে সকল গুণের সমাবেশ আছে, তাহা বাস্তবিকই জনসমাজে প্রশংস-  
নীয়। দহ্মাজীবন অবশেষে বধমুখে পর্যবসিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা  
বলিয়া বীভৎসচিত্ত কীষ্টিরাশি যে চিরবিস্মৃতি-সমূহে নিমগ্ন হইয়া যাইবে,  
তাঁহা নিতান্ত স্বাভাবিক। তুলসী বাবু এই বিষয়ের সম্যক অধ্যয়ন  
করিয়া এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, সুতরাং তিনি আমাদের  
ধন্যবাচের শ্রদ্ধা এবং তাঁহার চেষ্টা বিশেষরূপে প্রশংসনীয়। রবিনহুড,  
রব্বার প্রভৃতি বিলাসী দহ্মায়ীরাপ ইংরাজ-সমাজে এখনও সম্মানিত  
হইতেছেন ; সুতরাং তাস্তিয়া যে আমাদের জাতীয় গৌরবের কারণ  
তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পুস্তকখানি সামাজিকদের হইলেও  
ইহা আমায়গকে বিশেষ সমস্তায় প্রদান করিয়াছে। ভাষা সরল ও  
গাভীরাপূর্ণ।



**চন্দ্রনাথ (নাটক)**—বচনিতা শ্রীমুক্ত বাবু সিদ্ধেশ্বর ঘোষ।  
পুস্তকখানি ইংরাজি দৃষ্টকাব্যের অঙ্করণে লিখিত। প্রথম দৃষ্টান্ত মহা-  
হুভব সেক্সপিয়ার বিরচিত “Hamlet” নামক দৃষ্টকাব্যের এবং সমু-  
দায় পুস্তকের মর্মার্থ পূর্ণোক্ত ইংরাজকবি লিখিত Richard III.  
নামক আর একখানি দৃষ্টকাব্যের আভাস গ্রহণে লিখিত হইয়াছে।  
মহাকবি সেক্সপিয়ারের অঙ্করণে লিখিত হইলে বিশিষ্ট কবিত্বশক্তির  
আবশ্যক, কিন্তু সকল দলে সেরূপ আশা করা সম্ভবপর নহে, তথাপি  
চন্দ্রনাথ পুস্তকখানি পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। গ্রন্থকার “চন্দ্রনাথের”  
চরিত্র স্বাভাবিক করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন এবং অনেকাংশে  
কৃতকাব্য ও হইয়াছেন। বাক্যপট্টী রোমপ্রস্তার চরিত্র আরও হৃদয়ভাবের  
প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু কুমার এবং কণিণাথের নামক চরিত্রদ্বয় যে  
কি অভিপ্রায়ে নাটকযোগে পরিবেশিত করা হইয়াছে, আমরা তাহা  
বুঝিতে সক্ষম হইলাম না। নাটকখানি পদ্য ও গদ্যে বিমিশ্রিত এতজ-  
ড় মধ্যে পদ্যংশগুলি আমাদেরগকে অপেক্ষাকৃত ভাল লাগিয়াছে।

**স্বরাপান (বিষয়ে বক্তৃতা)**—শ্রীমুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টো-  
পাধ্যায় মহাশয় প্রমুখ বক্তৃতার সারাংশ গ্রহণে “বংশবাচী মাদকসেবন  
নিবারণী সভা” কর্তৃক প্রকাশিত। ক্ষুদ্রাকার হইলেও পুস্তকখানি  
দ্রুতগতিতে হইয়াছে। নগেন্দ্রবাবুর বক্তৃতার মনোহারিত্ব আছে।

The 6th. Annual Report of the Bansberiah Students' Association.—আমরা “বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-সমিতির” উৎসাহ দর্শনে  
সন্তুষ্ট হইলাম। সাধু উদ্দেশ্যে সভানী সংগঠিত হইয়াছে, স্বতরাং সাধা-  
রণের সহায়ত্বভূক্ত প্রাপ্তযোগ্য। সমিতির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হউক,  
ইহা আমাদের প্রার্থনীয়।

## দারোগার দপ্তরের

তৃতীয় বৎসর আরম্ভ হইয়াছে।

দারোগার দপ্তর কি?—অপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীমুক্ত বাবু প্রিয়নাথ  
মুখোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত মাসিক উপজ্ঞান। অর্থাৎ মাসে মাসে এক  
একখানি নূতন উপজ্ঞান পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, বার মাসে বার-  
খানি নূতন উপজ্ঞান গ্রন্থকগণ পাইয়া থাকেন। দপ্তর কথা, দপ্তরভাব;—  
মানবচিত্ত উজ্জল রঙে চিত্রিত, বীরবীর্য-কণ-বীভৎস-রসে পূর্ণ, জাল  
জ্বাচুরি-ধ্বনের কথা,—ধর্মের ভয়, অধর্মের কণ্ড,—সত্য রমণীর চিত্র,  
কুলকলঙ্কিনীর আখ্যান,—সাধু-লক্ষণ শতের কাহিনী,—এ সমস্তই ইহাতে  
দেখিতে পাইবেন। এক কথা দারোগার দপ্তরকে মহাকাব্য বলিলে  
অত্যুক্তি হয় না। সত্য রমণীর একান্ত পাঠ্য। প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে  
ইহা বিরাজিত হউক। “দারোগার দপ্তরের” মূল্য মাত্র ডাকমাণ্ডল  
বার্ষিক ১০০ দেড়টাকা মাত্র। আজ তাহার উপর আবার প্রায় ছুইটাকা  
মূল্যের সারবান্ মূল্যবান্ এবং প্রয়োজনীয় নিয়মলিখিত

## তিনটা উপহার

অতিরিক্ত ১২ আনা মূল্য প্রদত্ত হইবে।

১ম ও ২য়। ১ষ্ঠ কাহিনী।—ছুই পঞ্চ মূল্য দেড়টাকা। স্বরূপ, নূতন  
পুস্তক। ইহা কলমান-প্রমুখ উপজ্ঞান নহে, প্রকৃত ঘটনা। যে নাম  
তিনিলে আঞ্জিও অনেক ভয়ে কম্পানন হয়, যে ১১৯টি নবহত্যার গণিত  
ছিল; ইহা সেই ১১শ-ল সর্দার মহম্মদ আলির জীবন-চরিত্র। স্বতরাং  
ভাবুন দেখি, ইহার জীবনচরিত্র কি ভদ্রানক ও কিঙ্কণ বিভাবিকার  
পরিপূর্ণ।

৩য়। পঞ্চস্তোত্র।—মূল্য চারি আনা। মহাহুভব শরদাচার্যের  
লেখনী-প্রমুখ, পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন কব, মূল এবং খালীনা অহুভব সহ  
পরিপাটিক্রমে সুদৃষ্টি। উপহারপ্রার্থী গ্রন্থকমাজকেই উপহারের মূল্য,  
উপহার পাঠাইবার পোছোজ ছই আনা এবং ভিঃ পিঃ খরচা ছই আনা,  
মোট আট আনা অধিক দিতে হইবে। কিন্তু যিনি আকস্মে আসিয়া  
টাকা জমা দিবেন ও হস্তে উপহার গ্রহণ করিবেন, তাঁহাকে কেবল সাত  
সিকা দিলেই চলিবে। শ্রীবাণিনাথ মল্লী,—কার্য্যধ্যক্ষ। ১২ নং সিংধার  
বাগান ষ্ট্রীট, ডামবাজার, কলিকাতা।